**পটুয়াখালী জেলার পায়রায় ১৩২০ মে.ও. থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্পের আওতায়**

**‘স্বপ্নের ঠিকানা’ পুনর্বাসন কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

পায়রা, পটুয়াখালী, শনিবার, ১২ কার্তিক ১৪২৫, ২৭ অক্টোবর ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

 আসসালামু আলাইকুম।

পটুয়াখালী জেলার পায়রায় ১৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্পের আওতায় ‘স্বপ্নের ঠিকানা’ পূনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 শুরুতেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ মা-বোনকে।

 আপনাদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত বর্তমান সরকার ধারাবাহিক দ্বিতীয় মেয়াদের ৫ বছরের মেয়াদ সফলভাবে পূর্ণ হতে যাচ্ছে। বিগত পরপর দুইটি সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির প্রতি, রূপকল্প ২০২১ এর এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

 ২০০৯ সালে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক চিত্র ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। তখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র ৩ হাজার ২শ’ মেগাওয়াট। বিপুল চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুতের এই চরম অপ্রতুলতা থেকে সৃষ্ট ব্যাপক লোডশেডিং সীমাহীন জনদুর্ভোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার মেগাওয়াটেরও অধিক।

 সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিগত প্রায় দশ বছরে মোট ২৪ হাজার ৪৫৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৩৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যার মধ্যে ১০২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোদমে চালু হয়ে গেছে এবং এ সময়ে মোট প্রায় ১২ হাজার ৮৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। সেখানে ২০০৯ সালের পূর্বের এক শতাব্দীরও বেশি সময়কালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে মাত্র ২৭টি।

 জনগণের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের এ দৃষ্টান্ত সত্যিই অনন্য। এছাড়াও বর্তমান সরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

 বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানি পরিবহনের সুবিধা, বিদ্যুতের লোড সেন্টার, দেশের সকল এলাকার সুষম উন্নয়ন এবং স্বল্প ঘনবসতি এলাকা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে কয়েকটি এলাকাকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হাব হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তারই অংশ হিসাবে পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নে পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (১ম ও ২য় পর্যায়) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এসব প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি), চায়না এর যৌথ উদ্যোগে পয়লা অক্টোবর ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিসিপিসিএল) গঠন করা হয়। ইতোমধ্যেই প্ল্যান্টটির ৫৫ শতাংশেরও বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯ সালের জুনের মধ্যে এটির ১ম ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু হবে।

**সুধিবৃন্দ,**

 প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকল্পে পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নে প্রায় এক হাজার একর তুলনামূলক স্বল্প ঘনবসতিপূর্ণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩০টি পরিবারকে আমরা ইতোমধ্যে ক্ষতিপূরণের সমুদয় অর্থ প্রদান করেছি।

 আমাদের জনবান্ধব সরকার মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হিসেবে বাড়ি নির্মাণ করে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ১৩০টি পরিবারকে প্লটসহ নির্মিত বাড়ি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

 পরিকল্পিত আবাসন ‘স্বপ্নের ঠিকানা’ প্রকল্পে আমরা সকল নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৬ হতে ৮ শতাংশ জমিসহ ১০০০ হতে ১২০০ বর্গফুট আয়তনের ১৩০টি সেমিপাকা বাড়ি, প্রকল্প এলাকার প্রবেশদ্বার, ফেন্সিং, স্কুল, খেলার মাঠ, মসজিদ, কবরস্থান, ৪৮টি টিউবওয়েল এবং ২টি পুকুর, অফিস-কাম-কমিউনিটি সেন্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক, দোকানঘর, কাঁচাবাজার, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন এবং প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করেছি।

 ১৬ একর আয়তনের প্রকল্প এলাকার সাধারণ সুবিধাদি পরিচালনা ও সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বিসিপিসিএল বহন করবে। পরিকল্পিত এই আবাসন প্রকল্প ‘স্বপ্নের ঠিকানা’ ভবিষ্যতে একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত সকল মেগা প্রকল্পে এটি বাস্তবায়ন করব। এটি সরকারের ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ এবং ‘ঘরে ফেরা’ কর্মসূচির একটি সম্প্রসারিত আধুনিক প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত। আমরা দেশের সকল নাগরিকের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী,**

 আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণেও ছিলাম সচেষ্ট। উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিগত প্রায় দশ বছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ৮০০০ কিলোমিটার হতে ১১ হাজার ২৯৩ সার্কিট কিলোমিটারে এবং বিতরণ লাইন ২ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটার হতে ৪ লক্ষ ৭১ হাজারে উন্নীত করেছি।

 ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭ শতাংশ যা বিগত প্রায় দশ বছরে ৯২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মায়ানমার হতে জাতিগত দাঙ্গার শিকার হয়ে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য স্থাপিত নিবন্ধন কেন্দ্র, ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র, মেডিকেল ক্যাম্পসহ অবকাঠামোগুলোতে দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

 ২০০৯ সালে যেখানে মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৮ লক্ষ তা বর্তমানে ৩ কোটি ১১ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। দেশের জনসংখ্যার ৯২ শতাংশ এখন বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে।

 বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টার ফলে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ২০০৯ সালে ছিল মাত্র ২২০ কিলোওয়াট-ঘন্টা যা বর্তমানে ৪৬৪ কিলোওয়াট-ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস ১৮.৪৫ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১১.৮৭ শতাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। বিগত প্রায় দশ বছরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার নতুন সেচ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিদ্যুৎ খাতের প্রত্যেকটি অর্জনই প্রশংসার দাবী রাখে।

 ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে আমাদের সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সারাদেশে ৫৩ লাখ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রায় ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিডভিত্তিক ২টি সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

**সম্মানিত সুধিবৃন্দ,**

 দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দিকে গুরুত্বারোপ করে সরকার বিগত প্রায় দশ বছরে বেশ কিছু চুক্তি সম্পাদন করেছে। বাংলাদেশ-ভারতের সহযোগিতা চুক্তির আওতায় স্থাপিত বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র গত ৫ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ উদ্বোধনের মাধ্যমে ভারত থেকে ১ম গ্রিড আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে প্রথমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু করা হয় এবং এ ক্ষমতা এ বছরে ১০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। ২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় গ্রিড আন্তঃসংযোগ উদ্বোধনের মাধ্যমে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

 বর্তমানে ভারত থেকে দুইটি গ্রিড আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে মোট ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই আরও ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। পাশাপাশি নেপাল এবং ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা নেপালের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি। বাংলাদেশ, ভুটান এবং ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।

**সমবেত সুধিমন্ডলী,**

 গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎ খাতে আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে ডিজিটাল প্রি-প্রেইড মিটার স্থাপন এবং অনলাইনভিত্তিক সেবা প্রদান করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

 বিগত প্রায় দশ বছরে বিদ্যুৎখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে যা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়নসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ, অধিক খাদ্য উৎপাদন, নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

 বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ক্রমাগত দেশের গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণের ফলে ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহার, ইন্টারনেট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, নারী অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

**প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ,**

 সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন এবং তাদেরকে দেশের মূল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে দেশকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে ‘পায়রা বন্দর আইন ২০১৩’ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়।

পায়রা সমুদ্র বন্দরের সীমিত কার্যক্রমের পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়নে রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং, সরকারি অর্থায়নে বন্দরের প্রথম মাল্টি-পারপাস টার্মিনাল, পিপিপি অর্থায়নে একটি কয়লা টার্মিনাল এবং ভারতীয় অর্থায়নে আরও একটি মাল্টি-পারপাস টার্মিনাল-এ চারটি মধ্য মেয়াদী প্রকল্প ২০২১ সালের মধ্যে শেষ করে পায়রা সমুদ্র বন্দর পূর্ণাঙ্গ অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করবে।

 আমরা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন হাতে নিয়েছি। সারাবিশ্ব এখন স্বীকার করছে, বর্তমান সরকারের ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাংলাদেশকে টেকসই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিচ্ছে। এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে আমরা ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, ন্যায্যতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, শান্তিময় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

 আমাদের এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে আমরা আগামীতে আবারও আপনাদের সমর্থন আশা করছি।

**প্রিয় সুধিবৃন্দ,**

 আসুন, সকলে মিলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আপনাদের সবার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়তে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য আহবান জানিয়ে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসন প্রকল্প-‘স্বপ্নের ঠিকানা’ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...